যায়যায়দিন

2-1-JUL 2007

আগামী শিক্ষাবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাসের বই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা

সাবরীনা খান

আগামী শিক্ষাবর্ষেই শিক্ষার্থীরা সঠিক ইতিহাস সমৃদ্ধ বই হাতে পাবে। বিভিন্ন সরকারের আমলে পাঠ্যবইয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সঠিক তথ্য জানানোর লক্ষ্যে বিকৃত ইতিহাস সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বই ছাপার কার্যক্রমও ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, সংশোধনী প্রক্রিয়ায় প্রবন্ধগুলো নতুন করে না লিখে পুরনো প্রবন্ধেই তা পরিমার্জন, সংশোধন ও পরিবর্ধন করা হবে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকেও দেয়া হবে যথাযথ মর্যাদা। মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক নিয়ে যে দ্বন্দ্ব আছে সেটাও আর থাকবে না। নতুন বইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে জাতির পিতা এবং মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক অভিহিত করে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণাকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বলা হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ ইউসুফ ফারুক যায়যায়দিনকে বলেন, নতুন বইয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু এবং জাতির পিতা বলা হয়েছে। তাছাড়া বইতে যেসব ক্ষেত্রে তাকে খাটো বা অবমূল্যায়ন করা হয়েছিল বলে কমিটি মনে করেছে তাও তারা সংশোধন করেছে। সংশোধন করা হয়েছে বইয়ের বিভিন্ন অতিরঞ্জিত করা তথ্যগুলোকে। জিয়াউর রহমানকেও সঠিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান প্রকাশিত বইতে।

পাঠ্যপুস্তকের বিকৃত ইতিহাস বিষয়ে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর শিক্ষাবিদ ড. জাফর ইকবাল যাযাদিকে পৃ১৫>>ক৬

আগামী শিক্ষাবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বলেন, সত্যের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের মিথ্যা এবং বিকৃত তথ্য শেখানোর মতো ঘৃণ্য কাজ আর হতে পারে না। বিগত সময়ে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে। বর্তমান সরকার তা ঠিকভাবে উপস্থাপনের দায়িত্ব নিয়েছে ব্যাপারটি অবশ্যই প্রশংসনীয়।

জানা যায়, গত ১৫ বছরে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস তিনবার নতুন করে লেখা হয়েছে। তার মধ্যে বিএনপি সরকার আমলে একবার, আওয়ামী লীগের আমলে আরেকবার এবং সর্বশেষ পরিবর্তন করা হয়েছে জোট সরকারের আমলে। ২০০২ সালে সর্বশেষ পরিবর্তিত বই নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে। শিক্ষাবিদদের মতে এটা ছিল অনেকটাই একপেশে। সে বইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কোথাও বঙ্গবন্ধু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে ইউসুফ ফারুক বলেন, বর্তমান সরকারের নির্দেশে এবার একটি নিরপেক্ষ এবং বিশেষজ্ঞ কমিটি দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রবন্ধগুলোর সংশোধনী আনা হয়েছে।

তবে পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পরিমার্জনের বিষয়টি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষক, ইতিহাসবিদদের আলাদা কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে করানো উচিত ছিল বলে মনে করেন ১৯৯৬ সালে গঠিত পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংযোজনী কমিটির সদস্য ইতিহাসবিদ প্রফেসর মমতাজ উদ্দিন পাটোয়ারি। তিনি বলেন, এ পরিমার্জন প্রক্রিয়ায় মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক ইতিহাসবিদদের সমন্বয়ে আলাদা কমিটি করা উচিত ছিল। তা না করার কারণে আগামী পাঠ্যপুস্তকেও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস উপস্থাপন না হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও সমাজ বই পরিবর্তিত হবে। আর মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বাংলা, সমাজ, ইতিহাস এবং পৌরনীতি যেসব বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে তা পরিবর্তন করা হবে। সংশোধন নিয়ে পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, এনসিটিবির সদস্যের (পাঠ্যক্রম) নেতৃত্বে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি আগের লিখিত প্রবন্ধের তথ্য-উপাত্তগুলো পুনর্মূল্যায়ন, সংযোজন, বিয়োজন করে নতুন ভাবে সম্পাদনা করেছেন। এতে কারো অবদান অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করা হবে না। প্রত্যেকের অবদান সঠিকভাবে তুলে ধরা হবে বইতে।

জানা যায়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত সপ্তাহে এ প্রবন্ধগুলো যাচাই বাছাই করে অনুমোদন দেয়ার পর এনসিটিবি পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ শুরু করেছে। এ প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক স্তরের প্রায় ৪ কোটি ১৬ লাখ, এবতেদায়ির (প্রাথমিক) প্রায় ১ কোটি ৮৬ লাখ এবং মাধ্যমিক স্তরের ১ কোটি ৯০ লাখ বই ছাপা হবে। এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়, প্রাথমিক স্তরের এবং এবতেদায়ির বই প্রকাশের জন্য আগামী ২৫ জুলাইয়ের মধ্যে কার্যাদেশ অর্ডার বা ওয়ার্ক অর্ডার দেয়া হবে। এর জন্য দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াও শেষ হয়েছে। প্রাথমিকের জন্য ২০০ এবং এবতেদায়ির জন্য ৪০টি লটে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। মাধ্যমিক স্তরের বই প্রকাশনার কাজও চলছে বলে এনসিটিবি সূত্রে জানা যায়।